তৃতীয় অধ্যায়

বিবি আয়েশা এবং প্রফেট মুহাম্মদ

কোরায়েশ বংশের বনি তায়িম গোত্রে ইসলাম ধর্মের প্রফেটের অন্যতম সাহাবি এবং প্রথম খলিফা হজরত আবুবকরের (রাঃ) জন্ম। তাঁর স্ত্রী কুতাইলা যখন কোনো অবস্থাতেই নিজের পিতৃপুরুষের 'পৌত্তলিক ধর্ম' ত্যাগ করে হযরত মুহাম্মদের প্রচারিত নতুন ধর্ম 'ইসলাম' গ্রহণ করতে রাজি হলেন না, আবু বকর তাকে তালাক দিয়ে দেন। হজরত আবুবকরের (রাঃ) আরেক স্ত্রী উম্মে রোমানের গর্ভে ৬১৪ খ্রিস্টাব্দে হজরত আয়েশা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। প্রফেটের জীবনীকারকদের মধ্যে প্রফেট মুহাম্মদের (দঃ) পত্নীসংখ্যা নিয়ে কিছুটা মতদ্বৈধতা আছে; সাধারণ হিসেবে আমাদের দয়াল নবীর এগারো জন পত্নী, দুজন উপপত্নীসহ তেরোজন সঙ্গিনী, আবার কোনো কোনো হাদিস মতে তাঁর বাইশ জন স্ত্রী ছিলেন[১], তবে এই বাইশজন পত্নীর মধ্যে কয়েকটি বিয়ে পরে অকার্যকর হয়ে যায় কারণ এই বিয়েগুলির শর্ত না-কী পূরণ করা হয়নি, কাউকে নবী মুহাম্মদ ইচ্ছাকৃত কারণেই ত্যাগ করেন (৬৩০ সালে কিন্দা গোত্রের মেয়ে আসমা বিনতে নুমানকে বিয়ের পরপরই নবীজি কোনো এক কারণে ফেরত পাঠিয়ে দেন), আবার কাউকে তালাক দেওয়া হয় (একই সালে কিলাব জাতির ওয়াহিদ গোত্রের এয়াজিদের মেয়ে আমরার সাথে বিয়ে হলেও প্রফেট তাকে তালাক প্রদান করেন)। তবে দুজন উপপত্নীসহ এগারো জন পত্নীর নাম 'Muhammad Encylopaedia' থেকে জানা যায় : খাদিজা (৪০), সওদা (৫০), আয়েশা (৬), হাফসা (১৮/২২), জয়নাব বিনতে খোজাইমা (৩০), উম্মে সালমা বা হিন্দ (২৯), জয়নাব বিনতে জাহাশ (৩৫), জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস (২০), উম্মে হাবিবা বা রামালা বিনতে আবু সুফিয়ান (৩৫), রায়হানা (৩০), সাফিয়া (১৭), ময়মুনা (৩৬) ও মারিয়া কিবতিয়া (১৮)।[২] এখানে নবী মুহাম্মদের স্ত্রীদের নামের পাশে উল্লেখ করা 'সংখ্যা' দ্বারা নবীর সাথে তাঁদের বিয়ের সময়ের বয়সকে বোঝানো হয়েছে। আমরা 'বোকার স্বর্গ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি, ইরানি স্কলার আলি দস্তি তাঁর 'Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad' গ্রন্থে বলেছেন প্রফেটের জীবনে ২২ জন রমণী এসেছেন বলে জানা যায়, এদের মধ্যে ১৬ জন বিবাহের মাধ্যমে, ২ জন দাসী এবং ৪ জনের সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। যাহোক, আমাদের 'উম্মুল মোমেনিন' বিবি আয়েশা যেমন ছিলেন সুন্দরী তেমনি মেধাবী। মুহাম্মদের কাছে আয়েশা ছিলেন তাঁর সকল স্ত্রীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। মুহাম্মদের (দঃ) পরামর্শ অনুযায়ী আবু বকর যখন প্রথম প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন, কোরায়েশগণ তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনে; প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এ নিয়ে তিনি তাঁর ছোট মেয়ে আয়েশার নিরাপত্তার জন্যে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। কোরায়েশদের অসহযোগিতা, রক্তচক্ষু, গালমন্দে অতিষ্ট আবু বকর দেশ (মক্কা) ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। কিন্তু দূর দেশে ছোট মেয়ে আয়েশাকে সঙ্গে নিতে চাইলেন না। হযরত আবু বকর দম্পতির স্বপ্ন ছিল আয়েশা বড় হলে জুবায়ের বিন মোতাম নামের ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেবেন। দেশ ত্যাগের পূর্বে আবু বকর (রাঃ) আয়েশার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জুবায়েরের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যান। কিন্তু জুবায়ের বিন মোতাম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ মানে মুসলমান হতে রাজি হলেন না; তাই প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভগ্নহৃদয়ে আবু বকর (রাঃ) আয়েশাকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে ইয়েমেন ও পরে আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) চলে যান। কিছুদিন পরেই আবার স্বপরিবারে মক্কায় ফিরে আসেন। একই বৎসর (৬১৯ খ্রিস্টাব্দে) মুহাম্মদের (দঃ) প্রথম স্ত্রী হজরত খাদিজা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। খাদিজার মৃত্যুর পরপরই মুহাম্মদ (দঃ) ৫০ বছর বয়সের সওদাকে (রাঃ) বিয়ে করেন। বয়স্ক এই মহিলা মুহাম্মদের (দঃ) চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম ছিলেন না। খাওলা নামক হযরত মুহাম্মদের এক বান্ধবী তাঁকে আবার বিয়ে করার পরামর্শ দেন। মুহাম্মদ (দঃ) বললেন :

- খাওলা, তোমার জানামতে কোনো মেয়ে আছে না কি?
- হ্যাঁ আছে। একজন বিবাহিতা ৩০ বৎসর বয়স্ক বিধবা, অন্যজন অবিবাহিতা কুমারী।
- কুমারীর নামটা জানতে পারি?
- ৬ বৎসরের কন্যা আয়েশা বিনতে আবু বকর।

মুহাম্মদ (দঃ) জানতেন আবু বকর (রাঃ) আয়েশার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে জুবায়েরের কাছে গিয়েছিলেন। তাই এবার তিনি নিজেই যখন আয়েশাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে আবু বকরের সামনে হাজির হলেন, আবু বকর (রাঃ) আয়েশার অপ্রাপ্ত বয়সের অজুহাত দেখাতে পারলেন না, বললেন : "মুহাম্মদ (দঃ) আয়েশা যে তোমার ভাতিজী হয়, তাকে বিয়ে করবে কিভাবে?" মুহাম্মদ (দঃ) জবাব দিলেন : "পারিবারিকসূত্রে আয়েশা আমার ভাতিজী হয় সত্য, কিন্তু ধর্মীয় সূত্রে সে আমার বোন।" যদিও পরবর্তীতে পারিবারিক সূত্রের

---

[১] Thomas Patrick Hughes, *A Dictionary of Islam*, W.H. Allen & CO Publications, London, 1895, Page 399-400.

[২] *Muhammad Encylopaedia*, Seerah Foundation, London, Vol-II, page 206.

অজুহাতে মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর ভাতিজীর (হামজার মেয়ে) বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন । বিষয়টি হচ্ছে এরকম : হামজা (রাঃ) ও আবু বকর ছিলেন পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই । মুহাম্মদের (দঃ) নবম স্ত্রী রামালা (আবু সফিয়ানের মেয়ে, অন্য নাম উম্মে হাবিবা) বলেছেন : "আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী, আপনি আমার বোনকে বিয়ে করুন । নবীজি বললেন, তোমার কি তা ভাল লাগে? আমি বললাম হ্যাঁ, কেন লাগবে না, এ ঘরে তো শুধু আমি একা আপনার স্ত্রী নই, আরও অনেকেই আছেন; সুতরাং আমি চাই আমার বোনও আমার সাথে সংসার-সুখ ভোগ করুক । রসুল বললেন, তা তো আমার জন্যে বৈধ হবে না । আমি বললাম, শুনেছি আপনি নাকি উম্মে সালমার (প্রফেটের ষষ্ঠ স্ত্রী) মেয়েকে বিয়ে করতে চান । নবীজি বললেন, সে যদি আমার সৎ মেয়ে (Step-daughter) নাও হতো, সে আমার জন্যে বৈধ হতো না; কারণ যেহেতু সে আমার পালিত ভাতিজী (foster niece) । সুতরাং আমাকে তুমি তোমার মেয়ে কিংবা বোনকে বিয়ে করতে অনুরোধ করো না ।" (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ৪২)[৩] ।

যাহোক, বয়সে মুহাম্মদের (দঃ) চেয়ে দুই বছরের ছোট আবু বকরের তো মনে আর বোঝে না । পঞ্চাশোর্ধ মানুষের সাথে ছয় বছরের মেয়ের বিয়ে দিবেন কিভাবে? লোকে কি বলবে? এদিকে তিনি নবীর কথাও ফেলতে পারবেন না । বেশ সমস্যায় পড়লেন । এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন স্বয়ং মুহাম্মদ । তিনি আল্লাহর 'ওহি' নিয়ে আসলেন । সেই ওহির বর্ণনায় হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন :

> "আল্লাহর নবী একবার আমাকে বলেছিলেন, বিয়ের আগে আল্লাহতায়ালা স্বপ্নে দুবার তোমাকে দেখিয়েছিলেন । আমি দেখলাম বেহেস্তের সিল্কের কাপড় দিয়ে ঢেকে একজন ফেরেস্তা তোমাকে কোলে নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত । আমি বললাম, কাপড় উঠাও । অমনি দেখি জিব্রাইলের কোলে জীবন্ত তুমি বসে আছো । আমি মনে মনে বললাম এই যদি হয় আল্লাহর ইচ্ছে, তাহলে তা অবশ্যই পূর্ণ হবে ।" (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৯, বুক ৮৭, নম্বর ১৪০) ।

যে আবু বকর না-কী চাঁদের দিকে না তাকিয়েই বলতে পারেন প্রফেট মুহাম্মদ আঙুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন, মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা না করেই সাক্ষী দিতে পারেন মুহম্মদ স্বশরীরে সপ্ত-আকাশ ভ্রমণ করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন! তাই এবার নবীজির মুখে স্বপ্নের কাহিনী শুনে নবীর কাছে আয়েশাকে বিয়ে দিতে রাজি না হয়ে পারলেন না । তবে শর্ত হলো 'কন্যাদান' হবে তিন বছর পর । ৬২২ খ্রিস্টাব্দে আয়েশা ও তার বড় বোন আসমাকে মক্কায় রেখে আবু বকর নবী মুহাম্মদের (দঃ) সাথে রাতের অন্ধকারে মক্কা থেকে মদিনায় পালিয়ে যান (ইসলামের ইতিহাসে যাকে 'হিজরত' বলা হয়েছে) । এর কিছুদিন পর আসমাও তার ছোট বোন আয়েশাকে নিয়ে মদিনায় চলে যান । ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ (দঃ) আনুষ্ঠানিকভাবে নববধূ হযরত আয়েশাকে ঘরে তোলে নেন । মুহাম্মদের (দঃ) বয়স তখন ৫২ বছর, আর নববধূ আয়েশা ৯ বৎসরের বালিকা । হাতে বিয়ের আঙটি নয়, খেলার পুতুল নিয়েই বাসর ঘরে ঢুকলেন দোলনার বালিকা আয়েশা । পাশে রাখা দুধের গ্লাস থেকে হযরত মুহাম্মদ এক চুমুক দুধ পান করে আয়েশাকে দিলেন । আগামীকাল সূর্যোদয়ের সাথে-সাথে পুতুল খেলার সাথীগণ তাঁর সাথে খেলতে আসবে, সেই আশায় রাত প্রভাতের পানে চেয়ে-চেয়ে ক্লান্ত আয়েশা এক সময় ঘুমিয়ে পড়েন ।

জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনাটি আয়েশা (রাঃ) পরবর্তীতে এভাবে বর্ণনা করেছেন :

> "আল্লাহর নবী আমাকে ৬ বছর বয়সে বিয়ে করেন । আমরা (আসমা ও আয়েশা) মদিনায় যাওয়ার পর হারিস বিন খাজরাজের ঘরে আশ্রয় নেই । সেখানে আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি এবং আমার মাথার চুল পড়ে যায় । কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে যখন আমার সঙ্গীদের নিয়ে দোলনায় খেলছিলাম, আমার মা এসে আমাকে হাতে ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন । আমি বুঝতেই পারিনি কেন আমাকে ডেকে নেয়া হচ্ছে । আমার তখন শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম । মা আমাকে কিছুক্ষণ দরজার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রাখলেন । আমার মাথা ও মুখমণ্ডল জল দিয়ে মুছে দেয়ার পর যখন কিছুটা শান্তবোধ করলাম, মা আমাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন । ঘরে ঢুকে দেখি মদিনার বেশ কয়েকজন মহিলা বসে আছেন । তারা আমাকে দেখে সমস্বরে বলে উঠলেন, শুভেচ্ছা! আয়েশা তোমার ওপর আল্লাহর রহমত ও মঙ্গল হউক । মা আমাকে তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন আর তারা আমাকে বিয়ের সাজে সাজালেন । অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ দেখি আল্লাহর নবী এসে আমার সামনে উপস্থিত হলেন আর মা

[৩] Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahi Bukhari Hadith*, translated in English by Dr Muhammad Muhsin Khan; the internet version can be read at: http://www.iiu.edu.my/deed/hadith/bukhari/index.html

আমাকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর।" (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৮, নম্বর ২৩৪ এবং মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ১০, বুক ৮, নম্বর ৩৩০৯)[৪]।

দোলনার বালিকা আয়েশা বুঝতেই পারলেন না যে, তিনি আর বালিকা নন বরং পরিপূর্ণ বয়সী এক পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী। বিয়ের পরেও সাথীদের সঙ্গে পুতুল নিয়ে খেলতে গিয়ে মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যেতেন। আয়েশা বলছেন, আমি যখন আমার বান্ধবীদের সাথে পুতুল নিয়ে খেলতাম, মাঝেমাঝে আল্লাহর নবী তা দেখে ফেলতেন। নবীজিকে দেখে আমার বান্ধবীরা লুকিয়ে যেতো কিন্তু নবী তাদেরকে ডেকে এনে বলতেন, তোমরা আয়েশার সাথে খেলতে থাকো। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৮, বুক ৭৩, নম্বর ১৫১)।

সা-বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) মুসলমান নর-নারীর জন্যে পুতুল অথবা এই ধরনের কোনো নিষ্প্রাণ বস্তু নিয়ে খেলা ইসলামে নিষিদ্ধ; কিন্তু আয়েশার বেলা তা প্রযোজ্য ছিল না, কারণ আয়েশা তখন না-বালেগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী 'ফাতেহ আল-বারি'তে লিখেছেন[৫] : "The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for A'isha at that time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty." আয়েশা তাঁর ছোটকালের বর্ণনায় আরও বলেন : "মসজিদের পাশে যখন কয়েকজন ইথোপিয়ানদের খেলা আমি উপভোগ করছিলাম, হঠাৎ নবী এসে তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে দেন। তথাপি খেলা দেখার তৃপ্তি মেটার আগ পর্যন্ত আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। সুতরাং এ থেকে তোমরা বুঝে নিও, ছোট্ট না-বালেগ মেয়ে (Who has not reached the age of puberty), খেলাধুলার প্রতি যার এমন আগ্রহ, তাকে সেভাবেই দেখা উচিৎ।" (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ১৬৩)।

পুতুল খেলায় মগ্ন আয়েশা লক্ষ্যই করেননি যে, স্বামী তাঁর অজান্তে তাঁকে নিয়ে কতো খেলা খেলছেন। আয়েশার মতো একজন বালিকা-বধূ যার সাংসারিক অভিজ্ঞতা তো দূরের কথা, 'রান্নাবাটি' খেলার বয়সই পার হয়নি তার সাথে 'খেলার' কী আনন্দ, রসুলের (দঃ) হাদিস শরিফেই তা বর্ণীত আছে। হজরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহর (রাঃ) ভাষায় : "এক অভিযানে আমরা আল্লাহর রসুলের (দঃ) সঙ্গে ছিলাম। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার পথে যখন মদিনার নিকটবর্তী হলাম, আমার অলস উটটাকে আর কোনো মতেই চালাতে পারি না। একজন লোক এসে আমার উটের পশ্চাতে একটি খোঁচা দিলো, অমনি সে তড়িৎ বেগে ছুটে চললো। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, আল্লাহর রসুল মুহাম্মদ (দঃ)। নবীজি আমায় দেখে জিজ্ঞেস করেন, জাবির এতো তাড়া কিসের? আমি বললাম, আল্লাহর রসুল (দঃ), ঘরে আমার নতুন বৌ রেখে এসেছি। রসুল (দঃ) জিজ্ঞেস করেন, তুমি বিয়ে করেছো? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী, না বিবাহিতা? আমি বললাম, জ্বী না, কুমারী নয়। তিনি বললেন, 'অল্প বয়সের কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তো তুমি তার সাথে খেলতে পারতে, আর সেও তোমার সাথে খেলতো।' যখন আমরা উটে চড়ে মদিনায় প্রবেশ করবো, রসুল (দঃ) বললেন, সন্ধ্যা-রাতে ঘরে ঢুকার পূর্বে একটু থামো, যাতে মহিলা, যার মাথার চুল অগোছালো সে তা চিরুনি দিয়ে গোছিয়ে নিতে পারে, আর যে মহিলার স্বামী কিছুদিন দূরে ছিল সে মহিলা তার গোপনাঙ্গের লোম কামিয়ে নিতে পারে।" (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ১৭৪)।

রূপ-লাবণ্যে অতুলনীয় আয়েশাকে পেয়ে মুহাম্মদ (দঃ) যারপর নাই খুশি হলেন আর তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ৫৫ বছর বয়স্ক সওদার মনে জ্বলে উঠলো হিংসার আগুন। সওদা লক্ষ্য করলেন, তাঁর স্বামী প্রফেট মুহাম্মদ আয়শার সাথে বিয়ের পর থেকেই তাঁকে উপেক্ষা করছেন আর আয়েশার প্রতি অতিরিক্ত মনযোগী হয়ে গেছেন। তিনি রাত ভাগাভাগিতে আয়েশার সাথে সমান অধিকার দাবি করে বসলেন। সওদা জানতেন না যে ইসলামে কুমারী নারী আর বিবাহিত নারীর মর্যাদা সমান নয়। এ নিয়ে সওদা বেশ বাড়াবাড়ি শুরু করে দেয়ায় দয়াল নবী মুহাম্মদ (দঃ) তাঁকে (সওদাকে) তালাক দেয়ার হুমকি দিয়ে দিলেন। ইসলাম গ্রহণ করে সবকিছু হারিয়ে রিক্ত, নিঃস্ব অভাগিনী সওদা শেষ বয়সে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছিলেন, তাও আজ হারিয়ে যাবে। একদিন পথের ধারে নবীজিকে পেয়ে তার পবিত্র চরণ-যুগল আঁকড়ে ধরে করজোড়ে নিবেদন করেন, "আল্লাহর রসুল (দঃ) প্রেমভিক্ষে চাই না আমি, একটু প্রাণভিক্ষে দাও। শূন্যবিছানা জড়িয়ে ধরে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারবো, কিন্তু তালাকের অপমান আর সইতে পারবো না। আমার বিছানায় আপনাকে আসার অনুরোধ আর কোনোদিন করবো না। আমার সকল আশা, সকল রাত আমি আয়েশাকে দিয়ে দিলাম।" নবীর মনে দয়ার উদ্রেক হলো, সওদাকে রাস্তা থেকে উঠিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনলেন।

পরবর্তীতে আয়েশার প্রতি হিংসাপরায়ণ অন্যান্য স্ত্রীগণ মিলে 'রাত ভাগাভাগি' নিয়ে যখন একই দাবি করে বসলেন, তখন রসুল মুহাম্মদ কোরানের আয়াত নিয়ে আসলেন :

---

[৪] Abu al-Hussain b. al-Hajjaj al-Qushairi Muslim, *Sahi Muslim Hadith*, translated in English by Abdul Hamid Siddiqui; the internet version can be read at : http://www.iiu.edu.my/deed/hadith/muslim/index.html

[৫] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Vol 13, Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, Page 143.

"You (O Muhammad SAW) can postpone (the turn of) whom you will of them (your wives), and you may receive whom you will. And whomever you disire of those whom you have set aside (her turn temporarily), it is no sin on you (to receive her again), that is better' that they may be comforted and not grieved, and may all be pleased with what you give them. Allah knows what is in your hearts. And Allah is Ever All-Konwing Most Forbearing."[৬] অর্থাৎ "তুমি ওদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পার ও যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার, আর তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোনো দোষ নেই। এ-বিধান এ জন্য যে, এতে ওদেরকে খুশি করা সহজ হবে আর ওরা দুঃখ পাবে না, এবং ওদেরকে তুমি যা দেবে তাতে ওদের প্রত্যেকেই খুশি থাকবে। তোমারে অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ তা জানেন। আল্লাহ সব জানেন, সহ্য করেন।" (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৫১)।

ধীরে ধীরে আয়েশা কৈশোরে উত্তীর্ণ হলেন। আয়েশার কুঞ্জবনের অপ্রস্ফুটিত মুকুল, অকালে দলিত-মথিত হয়ে যখন প্রস্ফুটিত হলেন, নবী মুহাম্মদ (দঃ) তখন ভিন্ন কাননে মধু আহরণের সন্ধানে। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সাহাবি ও শ্বশুর আবু বকরের কাছে মনের গোপন বাসনা ব্যক্ত করলেন। আবু বকর (রাঃ) সংবাদটা মুহাম্মদের (দঃ) জামাতা হজরত উসমানকে (রাঃ) জানালেন। মুহাম্মদ (দঃ) এবার হজরত ওমরের (রাঃ) বিধবা কন্যা ২০ বৎসরের হাফসাকে (রাঃ) বিয়ে করবেন। ওমর (রাঃ) তা জানতেন না। হাদিসে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ঘটনাটি বর্ণনা করছেন এভাবে, "ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, আমার মেয়ে হাফসার স্বামী খুনাইজ বিন্ হুদাফা আস-শামীর মৃত্যুর পর যখন আমি হাফসাকে বিয়ে দেয়ার জন্যে উসমান বিন আফ্‌ফানের কাছে নিয়ে গেলাম, উসমান বললেন, ভেবে দেখবো। কিছুদিন পর যখন তার সাথে আবার দেখা হলো তিনি বললেন, আমার মনে হয় আপাতত হাফসাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর আমি হাফসাকে বিয়ে করার জন্যে আবু বকরকে অনুরোধ করলাম। আবু বকর আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। উসমানের চেয়ে আবুবকরের প্রতি আমার ভীষণ রাগ হলো। এর কিছুদিন পর, আল্লাহর রসুল এসে হাফসাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করলেন। রসুলের সাথে হাফসার বিয়ের পর একদিন আবুবকরের সাথে আবার দেখা হয়। আবু বকর বললেন ওমর, তুমি বোধ হয় তোমার মেয়ে হাফসাকে বিয়ে না করায় আমার উপর রাগ করেছো। আমি বললাম, নিশ্চয়ই। আবু বকর বললেন, সমস্যা আসলে কিছুই ছিল না, শুধু আমি জানতাম যে আল্লাহর রসুল হাফসাকে বিয়ে করতে চান আর আমি তো রসুলের গোপন কথা প্রকাশ করতে পারি না, তবে রসুল (দঃ) যদি তাঁর মত পরিবর্তন করতেন, আমি নিশ্চয়ই হাফসাকে বিয়ে করতাম।"(দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ৫৫)।

হজরত ওমর (রাঃ) জানতেন আয়েশা এখন আর ৯ বছরের অবোধ ছোট্ট বালিকাটি নয়। মুহাম্মদের (দঃ) মাত্রাতিরিক্ত সোহাগ, প্রেম আয়েশাকে বানিয়েছে মারাত্মক অহংকারী। রূপের গরবিনী আয়েশার ব্যাপারে হজরত ওমর (রা) তাঁর মেয়ে হাফসাকে সতর্ক করে দিচ্ছেন, সাহাবি হজরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণীত, হজরত ওমর মেয়ে হাফসার ঘরে ঢুকে বললেন, "মা হাফসা, রসুলের মাত্রাতিরিক্ত সোহাগের কারণে রূপের অহঙ্কারিণী আয়েশার ব্যবহার দেখে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না।" ওমর আরও বললেন, "কথাটি আমি রসুলকেও শুনিয়েছি। তিনি আমার কথা শুনে মুচকি হাসি দিলেন।" (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ১১৯)।

সওদা, আয়েশা ও হাফসার মধ্যকার বয়সের তারতম্যের কারণে তিন সতীনের ঘরে হিংসার অনল ধুকে-ধুকে জ্বলছিল তবে দাবানলে পরিণত হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত না মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর ফুফাতো বোন এবং পালিত-দত্তকপুত্র জায়েদ ইবনে হারিথের স্ত্রী জয়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করেন। অবশ্য আল্লাহর রসুল এর আগে আরও দুই রমণীর (জয়নাব বিনতে খোজাইমা ও উম্মে সালমা) পাণি গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু আয়েশা ও হাফসা কোনো অবস্থাতেই পালক পুত্রের স্ত্রীর সাথে এ বিয়ে মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু নবীজি কোরানের আয়াত নিয়ে ধামাচাপা দিলেন : "স্মরণ করো, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন ও তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ তুমি তাকে বলেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে রাখো, আল্লাহকে ভয় করো। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করেছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ ক'রে দিচ্ছেন। তুমি লোকভয় করছিলে, আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে সংগত ছিল। তারপর জায়েদ যখন (জয়নাবের সাথে) বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সেসব রমণীকে বিয়ে করতে বিশ্বাসীদের কোনো বাধা না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।" (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৩৭)। এরপর তাঁরা (আয়েশা ও হাফসা) প্রফেট মুহাম্মদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় লিপ্ত হলেন। শেষমেশ কোনো কিছু করতে না পেরে তাঁরা অভিযোগ করলেন, নবীজি না-কী নববধূ জয়নাবের ঘরে খুব বেশি

---

[৬] The Noble Quran, Translated into the English Language By Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Dr. Muhammad Muhsin Khan

সময় কাটান। জয়নাবের কাছে কিছু সুস্বাদু মধু ছিল, যা তিনি নবীজিকে খাওয়াতেন তাঁর ঘরে এলে। একদিন বিবি আয়েশা হঠাৎ করেই নবীকে প্রশ্ন করে বসলেন, "আপনি কার ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন আপনার মুখ থেকে যে খারাপ গন্ধ বেরুচ্ছে।" নবীজি বুঝতে পারলেন, এ প্রশ্নের অর্থ কি। তিনি খুব মনোক্ষুণ্ন হলেন। পরের দিন জয়নাবের ঘরে উপস্থিত হলে, জয়নাব নবীজিকে মধু খাবার জন্য দিলে তিনি তা খেতে না করেন। আস্তে আস্তে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ালো যে নবীজি তাঁর দীর্ঘদিনের পুরানো অভ্যাসানুযায়ী নিজের নামের সাথে 'আল্লাহর' নাম সংযোজন করে কোরানের বাণী নিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। বাণীটি হচ্ছে : "কোন মুসলমান নর-নারীর জন্যে উচিৎ নয়, যে বিষয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল (দঃ) সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন তার ওপর মন্তব্য করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের (দঃ) অবাধ্য হয় সে নিশ্চয়ই ধ্বংসের পথে।" (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৩৬)। (দ্রষ্টব্য : The Early History of Islam, Page 219)।

আল্লাহর কালাম বলে চালিয়ে সকল স্ত্রীর মুখ বন্ধ করা গেলো, কিন্তু সমাজে ঘটনাটি অন্যভাবেও প্রচার হয়ে গেলো; এর জন্যে স্বয়ং জয়নাব কিছুটা দায়ী, কারণ তিনিই মুহাম্মদের (দঃ) সাথে বিয়ের আগে মানুষের কাছে বলে দিয়েছিলেন, তার শ্বশুর কিভাবে তাঁকে কাপড় বদলানোর সময় অর্ধোলোঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেলেছিলেন। অবশ্য জয়নাবকে বেশি দোষও দেয়া যায় না কারণ বেচারি জয়নাব কি জানতেন 'শ্বশুর' মুহাম্মদেরই সাথেই পরবর্তীতে তাঁর বিয়ে হবে? প্রফেট মুহাম্মদ আগে তাঁর সাহাবি ও অনুসারীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন তারা যেন কারোর অবর্তমানে তার গৃহে পদার্পণ না করে; অথচ ৬২৬ সালের আগস্ট মাসে তিনি নিজেই জায়েদের গৃহে গমন করেন এবং জায়েদের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রীকে মনোহর মূর্তিতে দেখতে পান।[৭]

মুহম্মদের জীবনে রমনীরা

ইরানি স্কলার আলি দস্তি তাঁর 'Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad' গ্রন্থে বলেছেন প্রফেটের জীবনে ২২ জন রমণী এসেছেন বলে জানা যায়, এদের মধ্যে ১৬ জন বিবাহের মাধ্যমে, ২ জন দাসী এবং ৪ জনের সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। তাঁর দেয়া তালিকাটি নিম্নরূপ -

মুহম্মদের (বৈবাহিক সূত্রে) স্ত্রী:

১. খাদিজা	২. সওদা	৩. আয়েশা	৪. উম্মে সালমা
৫. হাফসা	৬. জয়নাব বিনতে জাহাশ	৭. জুয়াইরিয়া	৮. উম্মে হাবিবা
৯. সাফিয়া	১০. ময়মুনা	১১. ফাতেমা	১২. হিন্দ
১৩. আসমা	১৪. (খোজায়ামার) জয়নব	১৫. হাবলা	১৬. (নোমানের) আসমা

মুহম্মদের দু'জন দাসী/রক্ষিতা:

১৭. মেরী

১৮. রায়হানা

মুহম্মদের বিবাহবহির্ভুত সম্পর্কের নারীরা:

[৭] বেঞ্জামিন ওয়াকার (সা'দ উল্লাহ্ অনূদিত), *ফাউন্ডেশন অব ইসলাম*, সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১৩৬।

১৯. উম্মে শারিক

২০. (হারেথের) ময়মুনা

২১. জয়নব (তৃতীয় জন)

২২. খাওলা

আয়েশা কোথায় বৃদ্ধ স্বামীকে একটু সেবা-যত্ন করবেন উল্টো তাঁর জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে তুলতে সচেষ্ট হলেন। আয়েশা ও হাফসা মিলে আরেকটা কাণ্ড ঘটিয়ে দিলেন। পুরোপুরি নারী কেলেঙ্কারি ঘটনা। ঘটনাটি ছিল এরকম : নবীজির (দঃ) আরেক স্ত্রী প্রায় আয়েশার সমবয়সী ১৮ বৎসরের খ্রিস্টান ক্রীতদাসী মারিয়া কিবতিয়াকে নিয়ে। ৬২৮ সালে কিশোর বয়সী, অত্যন্ত সুন্দরী কোঁকড়ানো চুলের মারিয়াকে মিশরের রোমান সম্রাট মুকাও কিস প্রফেট মুহাম্মদকে (দঃ) উপহারস্বরূপ দান করেছিলেন। আয়েশা কোনোদিনই মারিয়াকে প্রফেট মুহাম্মদের (দঃ) 'স্ত্রী' হিসেবে স্বীকার করেননি। মারিয়াও কোনোদিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। ঘটনাটি ঘটেছিল গনিমতের মাল হিসেবে প্রাপ্ত নবীজির ১৭ বৎসর বয়স্ক ১১তম স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুজায়ার ঘরে (কেউ কেউ বলেন হাফসার ঘরে)। আয়েশার (ভিন্নমতে হাফসার) পালার দিন থাকা সত্ত্বেও প্রফেটকে মারিয়ার সাথে যুগলবন্দী অবস্থায় ধরে ফেলেন হাফসা। বিব্রত প্রফেট মুহাম্মদ হাফসাকে অনুরোধ করেন এ ঘটনা আয়েশার কানে না তুলতে। কিন্তু হাফসা ঘটনাটি চেপে রাখতে না পেরে তা আয়েশাকে বলে দিলেন। ব্যস, দুজনে মিলে রটিয়ে দিলেন মুহাম্মদ (দঃ) মারিয়াকে বিয়ে না করেই তাঁর সাথে অবৈধ সঙ্গম করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় খাদিজার পরে একমাত্র মারিয়াই মুহাম্মদের (দঃ) 'ইব্রাহিম' নামের একটি পুত্র সন্তান তার গর্ভে ধারণ করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ৬৩২ সালের জানুয়ারি মাসে মাত্র ১৫ মাসের মাথায় শিশু ইব্রাহিম মারা যায়। যাহোক যে আয়েশাকে প্রফেট মুহাম্মদ (দঃ) আদরে-আহ্লাদে-যত্নে আগলে রাখতেন, কোরানের আয়াত দিয়ে সকল স্ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্ত্রীর মর্যাদা দিলেন, অসতীর অপবাদ থেকে রক্ষা করলেন, সেই আয়েশা বড় হয়ে তাঁর নামে এমন অপবাদ রটাবেন প্রফেট মুহাম্মদ (দঃ) তা কল্পনাই করতে পারেননি। যে রমণীগণকে মুহাম্মদ (দঃ) 'উম্মুল মোমেনিন' (মুসলমানদের মা) বলে সম্বোধন করে সম্মান দেখালেন, তারা কখনো ভাত-কাপড় চেয়ে বিরক্ত করবেন↓, কখনো রাত ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া করবেন, কখনো মধু কেলেঙ্কারি, কখনো নারী কেলেঙ্কারি রটাবেন, আবার কখনো একে-অন্যকে অসতীর অপবাদ দেবেন, এ আর কতো সহ্য করা যায়?+ রাগ করে

↓ একদা নবীজি যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মাল বিতরণ করার সময়, বিবি আয়েশা নবীজির কাছে নিজের পাওনা থেকে অতিরিক্ত কিছু চেয়ে বসেন, কিন্তু নবীজি তা দিতে অস্বীকার করেন। এতে আয়েশা খুব বিরক্তি প্রকাশ করলে হজরত আলি আয়েশাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন কিন্তু বিবি আয়েশা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে হজরত আলিকে এক হাত দেখে নিলেন। আয়েশার এই ব্যবহারে প্রফেট মুহাম্মদও রাগান্বিত হয়ে হজরত আলিকে অনুমতি দিলেন, প্রফেটের তরফ থেকে হজরত আলি চাইলে যখন খুশি নবীপত্নীদের ডিভোর্স দিতে পারবেন আর নবীপত্নীদের উদ্দেশ্যে কোরানের সুরা আহজাবের ২৮নং আয়াত তৈরি হল : "O Prophet! Say to thy Consorts: "If it be that ye desire the life of this World, and its glitter,- then come! I will provide for your enjoyment and set you free in a handsome manner." (33:28)। (দ্রষ্টব্য : *The Early History of Islam*, Page 219)।

+ নবী মুহাম্মদের হেরেমে পত্নীগণের পারিবারিক ডায়েরি : (১) ভাত-কাপড়ের দাবি নিয়ে ঝগড়া-সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ২৮; (২) প্রকাশ্যে নবী পত্নীর অশ্লীল কাজের দ্বিগুণ শাস্তি-সুরা, আহজাব, আয়াত ৩০ (গোপনে করলে? উল্লেখ নাই!); (৩) অসঙ্গত কথাবার্তা-সুরা আহজাব, আয়াত ৩২; (৪) অপবিত্র পত্নীদের পূর্ণ পবিত্র থাকার উপায়-সুরা আহজাব, আয়াত ৩৩; (৪) পুত্রবধূকে (জয়নাব বিনতে জাহাশ) সতীন হিসেবে মেনে নেওয়া-সুরা আহজাব, আয়াত ৩৭; (৫) সতীনদের হিংসা-সুরা আহজাব, আয়াত ৫০; (৬) রাত ভাগাভাগি-সুরা আহজাব, আয়াত ৫১; (৭) হালাল দাসী-সুরা আহজাব, আয়াত ৫২; (৮) নবীপত্নীদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ-সুরা আহজাব, আয়াত ৫৩; (৯) নবীপত্নীদের কানাকানি-সুরা আহজাব, আয়াত ৫৪; (১০) পর্দাপ্রথা-সুরা আহজাব, আয়াত ৫৯; (১১) নারী কেলেঙ্কারী কেইসে জনতার কাঠগড়ায় আয়েশা-পক্ষের উকিল হিসেবে আল্লাহর (আসলে মুহাম্মদ) জবানবন্দী-সুরা ২৪, নুর, আয়াত ২, ৩, ৪, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫; (১২) বিনা প্রমাণে আল্লাহর নামে সাক্ষী দান-সুরা নুর, আয়াত ৬-৯; (১৩) পত্নীগণের মন রাখা-সুরা ৬৬, তাহ্‌রিম, আয়াত ১; (১৪) বিশ্বাসঘাতিনী হাফসা-সুরা তাহ্‌রিম, আয়াত ৩; (১৫) অন্যায়কারী আয়েশা ও হাফসা- সুরা তাহ্‌রিম, আয়াত ৪; (১৬) তুলনামূলক অধম নারী-সুরা তাহ্‌রিম, আয়াত ৫।

নবী মুহাম্মদ পুরো এক মাসের জন্যে সকল স্ত্রীর সঙ্গ ত্যাগ করলেন। ঐ ঘটনাটি হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাদিসে এভাবে বর্ণনা করেছেন : "আমার খুবই আগ্রহ হলো ওমরকে (রাঃ) জিজ্ঞাস করি সেই দুই মহিলা সম্পর্কে যাদের কথা পবিত্র কোরানের সুরা তাহ্‌রিমে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ওমর (রাঃ) বললেন, ওহে ইবনে আব্বাস (রাঃ), অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, ঐ দুই মহিলা হলেন আয়েশা ও হাফসা। তারপর ওমর (রাঃ) আরও বললেন, 'আমরা কোরায়েশগণ সর্বদাই নারীর ওপর কর্তৃত্ব করে এসেছি, কিন্তু মদিনায় এসে দেখা যায় এখানে পুরুষের ওপর নারীর কর্তৃত্ব। আমার স্ত্রী যেদিন আমার কথা অমান্য করলো আমি তাকে ধমক দিলাম। সে উল্টো আমাকে ধমক দিয়ে বললো, "এই দিন আর সেই দিন নয়, আজকাল নবীর স্ত্রীগণও নবীর কথার ওপর কথা বলে দেয়। অল্পদিনের মধ্যেই হয়তো শুনা যাবে নবীর কয়েকজন স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন।" আমি তার কথা শুনে তাড়াতাড়ি মসজিদে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে শুনি সকলের মুখে একই কথা, আমাদের রসুল মুহাম্মদ তাঁর সকল স্ত্রীকে একসাথে তালাক দিয়েছেন। আমি এক দৌড়ে আমার মেয়ে হাফসার গৃহে গিয়ে পৌঁছলাম। হাফসাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি নবীর মনে আঘাত দিয়েছো? হাফসা নির্দ্বিধায় বলে দিল, হ্যাঁ।' (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ১১৯)।

কী এমন ঘটেছিল, আর কিইবা অপরাধ করলেন আয়েশা ও হাফসা, যে কোরানের আয়াত নিয়ে এসে তাঁদেরকে শাসাতে হলো? কোরান শরিফে আল্লাহ (?) বলছেন : "হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি কেন আপনার স্ত্রীগণকে খুশি করার জন্যে তা হারাম মনে করবেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। হে রমণীগণ, আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন তোমাদের মুক্তির উপায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। যখন নবী (দঃ) তার একজন স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বললেন, তারপর স্ত্রী ঐ গোপন কথা অন্যকে বলে দিল, আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন। নবী তখন তাঁর স্ত্রীকে (হাফসা) কিছু বল্লেন আর কিছু গোপন রাখলেন। সে বলে, আপনাকে কে বলেছে। নবী বল্লেন, তিনি বলেছেন যিনি সর্বজ্ঞ, সবজান্তা। তোমাদের উভয়ের (আয়েশা ও হাফসা) অন্তর কলুসিত হয়ে গেছে, যদি তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো, তবে ভাল। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় একে অন্যকে সাহায্য করো, তবে মনে রেখো আল্লাহ, জিব্রাইল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তু ফেরেস্তাগণও তাঁর সাহায্যকারী। (আজ যদি) নবী তোমাদেরকে তালাক দেন, (কাল) হয়তো আল্লাহ নবীকে দেবেন তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট, আত্মসমর্পিতা, বিশ্বাসিনী, অনুতাপকারিণী, অকুমারী ও কুমারী নারী।" ইংরেজি আয়াতটিও দেখে নিই একই সাথে :

> "O Prophet! Why do you ban (for yourself) that which Allâh has made lawful to you, seeking to please your wives? And Allâh is Oft-Forgiving, Most Merciful. Allâh has already ordained for you (O men), the dissolution of your oaths. And Allâh is your Maula (Lord, or Master, or Protector, etc.) and He is the All-Knower, the All-Wise. And (remember) when the Prophet disclosed a matter in confidence to one of his wives (Hafsah), so when she told it (to another i.e. 'Aishah), and Allâh made it known to him, he informed part thereof and left a part. Then when he told her (Hafsah) thereof, she said: "Who told you this?" He said: "The All-Knower, the All-Aware (Allâh) has told me". If you two (wives of the Prophet, namely 'Aishah and Hafsah) turn in repentance to Allâh, (it will be better for you), your hearts are indeed so inclined (to oppose what the Prophet likes), but if you help one another against him (Muhammad), then verily, Allâh is his Maula (Lord, or Master, or Protector, etc.), and Jibrael (Gabriel), and the righteous among the believers, and furthermore, the angels are his helpers. It may be if he divorced you (all) that his Lord will give him instead of you, wives better than you, Muslims (who submit to Allâh), believers, obedient to Allâh, turning to Allâh in repentance, worshipping Allâh sincerely, fasting or emigrants (for Allâh's sake), previously married and virgins." (সুরা ৬৬, তাহ্‌রিম, আয়াত ১-৫)।

উল্লেখ্য মুহাম্মদ (দঃ) কোরানের তিনটি সুরা যেমন সুরা নুর, সুরা আহজাব ও সুরা তাহ্‌রিম, তাঁর তিন স্ত্রী যথাক্রমে আয়েশা, জয়নাব ও মারিয়াকে কেন্দ্র করে রচনা করলেও কিন্তু কোনোটাতেই তাঁদের কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। ঠিক তেমনি সুরা ইউসুফে বর্ণীত প্রেমকাহিনীতে হজরত ইউসুফের নাম আছে কিন্তু জুলেখার নাম নেই। অবশ্য সুরা ইউসুফে বর্ণীত কাহিনী কোনো ধর্মগ্রন্থ থেকে কাল্পনিক কাহিনীতে ভরা 'আলিফ লায়লা' ধরনের 'আরব্য উপন্যাসে'র মতো বইয়েই বেশি মানায়।

সে যাক বিবি আয়েশার কথায় ফিরে আসি। চঞ্চল দুষ্টমতি আয়েশার বয়স তখন পনেরো কি ষোল। দেহে যৌবন নদীর উত্তাল তরঙ্গের ঢেউ। আয়েশা দেখেছেন নবী (দঃ) তাঁর স্ত্রীগণ ছাড়াও আরও চারজন রমণীর (খাওলা, জয়নাব, উম্মে শারিক ও ময়মুনা) সাথে অবাধে মেলামেশা করতেন। একবার খাওলা বিনতে হাকিম নামের এক মহিলা যখন নিজেকে মুহাম্মদের (দঃ) সামনে উপস্থাপন করে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আয়েশা গর্জে উঠলেন, বললেন : "কি বেহায়া-বেশরম মেয়ে, নিজেই এসে পুরুষের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করছে। নবী (দঃ) বিরক্ত হয়ে আয়েশাকে আল্লাহর সনদ শুনালেন : "হে নবী! আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীদেরকে বৈধ করেছি যাদেরকে তুমি দেনমোহর দিয়েছ ও বৈধ করেছি তোমার ডান হাতের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে যাদেরকে আমি দান

করেছি, এবং বিয়ের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচাতে, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো বোনদেরকে যারা তোমার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করেছে আর কোনো বিশ্বাসী নারী নবীর কাছে নিবেদন করলে আর নবী তাকে বিয়ে করে বৈধ করতে চাইলে সে-ও বৈধ। এ বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়, যাতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয়। বিশ্বাসীদের স্ত্রী ও তাদের দাসীদের সম্বন্ধে আমি যা নির্ধারণ করেছি তা আমি জানি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তুমি ওদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা তোমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পার ও যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার, আর তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোনো দোষ নেই। এ-বিধান এজন্য যে, এতে ওদেরকে খুশি করা সহজ হবে আর ওরা দুঃখ পাবে না, এবং ওদেরকে তুমি যা দেবে তাতে ওদের প্রত্যেকেই খুশি থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ সব জানেন, সহ্য করেন।" (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৫০-৫১)। আয়েশা নবীকে কানে কানে বললেন, "আপনাকে খুশি করতে আপনার 'আল্লাহ' ওহি নিয়ে আসতে দেখছি খুব একটা দেরি করেন না!" ঘটনাটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

> Narrated Hisham's father: Khaula bint Hakim was one of those ladies who presented themselves to the Prophet for marriage. 'Aisha said, "Doesn't a lady feel ashamed for presenting herself to a man?" But when the Verse: "(O Muhammad) You may postpone (the turn of) any of them (your wives) that you please," (33:51) was revealed, 'Aisha said, 'O Allah's Apostle! I do not see, but, that your Lord hurries in pleasing you. (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ৪৮)। বিবি আয়েশার এই বক্তব্য তো আমাদেরও।

তাই বলে নবী কিন্তু একেবারে অপছন্দের কোনো মহিলাকে বিয়ে করতেন না, সে যতই এতিম, অসহায়, নিরাশ্রয়, নিরুপায় হোক না কেন। হজরত সোহেল ইবনে সাদ আস-সাইদি (রাঃ) এমনি একটি ঘটনার বর্ণনায় বলেন : "একজন মহিলা (আত্মীয়-স্বজনহারা, ভিটে-মাটিহীন) নবীজির কাছে এসে আরজ করলো, হে আল্লাহর রসুল আমি আমাকে মোহর ছাড়াই আপনার হাতে সমর্পন করলাম, আপনি আমাকে গ্রহণ করুন। নবীজি মহিলাটিকে আপাদমস্তক ভালভাবে পরখ করলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। রসুলকে নিরুত্তর দেখে কিছুক্ষণ পর একজন লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে রসুল ঐ মহিলাকে যদি আপনার প্রয়োজন না হয়, আমাকে দিয়ে দিন আমি তাকে বিয়ে করবো। রসুল বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে তাকে দেয়ার মতো? লোকটি বললো কিছুই নেই। নবীজি বললেন, তুমি কি কোরানের কিছু আয়াত মুখস্ত বলতে পারবে? সে বললো, হ্যাঁ, পারবো। কোরানের ঐ আয়াতগুলোকে মোহরানা ধরে নবীজি লোকটির কাছে মহিলার বিয়ে দিয়ে দিলেন।" (ঈষৎ সংক্ষেপিত) (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ২৪)। হায়! নারী তো দেখি আর মানুষ নয়, খোলা বাজারের পণ্য! একজনের পছন্দ না হলে আরেকজনকে দিয়ে দেওয়া যায়।

এদিকে রূপের গরবিনী আয়েশা তাঁর সতীনদের প্রায়ই কটাক্ষ করে বলতেন যে, তিনিই এই পরিবারে একমাত্র কুমারী মহিলা যাকে কোনো পরপুরুষ কোনোদিন স্পর্শ করেনি। ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস, সতীত্বের অহংকারিণী আয়েশার কপালে একদিন নিন্দুকেরা অসতীর কলঙ্ক লাগিয়ে দিল। ঘটনাটি আয়েশার মুখ থেকেই শুনা যাক। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলছেন : "তখন ষষ্ঠ হিজরির (৬২৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে) শা'বান মাসের এক কালো রাত্রি। বানু মুস্তালিক গোত্রকে আক্রমণ করা হবে। নবীজি যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করতেন কোন স্ত্রীকে সঙ্গে নেবেন। লটারিতে আমার নাম উঠলো। সেনাপতির দায়িত্বে নবীজি আর আমি তাঁর সাথে। যুদ্ধের প্রয়োজন হলো না, নিশীথ রাতের অতর্কিত হামলা প্রতিরোধ করার মতো সময় ওদেরকে দেয়া হয়নি। ঘুম থেকে জেগে ওঠে বানু মুস্তালিক গোত্র দেখতে পেলো তাদের ঘরবাড়ি, এলাকা সবকিছু মুসলমানগণ দখল করে নিয়েছেন। তাদেরকে বন্দী করে গনিমতের মালপত্র নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মদিনার অদূরে 'মুরাইস' নামক এক জায়গায় আমরা বিরতি নিলাম। এখানে পানি উত্তোলন নিয়ে হজরত ওমরের চাকরের সাথে মদিনার কিছু লোকের ঝগড়া হয়। ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌঁছিল যে, মদিনার প্রভাবশালী নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবেহ্ বলতে শুরু করলেন, "মদিনাবাসী দেখো শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দেয়ার পরিণতি। খাল কেটে তোমরা কুমির এনেছ, আদর করে তাদেরকে মাথায় তুলেছ, তোমাদের সহায়-সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব দিয়েছ, এখন তারা তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করছে। এবার বাড়ি গিয়ে এই নীচমনাদেরকে তাড়াতে হবে।" আব্দুল্লাহ বিন উবে রীতিমতো মদিনার স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিলেন। নবীজি কোনো রকম বিষয়টা সামাল দিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁবু উঠিয়ে মদিনার পথে রওয়ানা হয়ে যান। রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতিকালে আমি প্রশ্রাব করার উদ্দেশ্যে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি আমার গলার হারটি কোথায় পড়ে গেছে। হারের সন্ধানে আমি আবার বেরিয়ে যাই। আমার মালপত্র উটের মাচায় উঠানো হলো কিন্তু কেউ লক্ষ্যই করলো না যে, আমি উটের উপরে নেই। ফিরে এসে দেখি তারা সবাই চলে গেছেন। আমার সাথে একখানা চাদর ছিল। উটের উপর আমাকে না দেখে, দলের লোকজন নিশ্চয়ই আমার কাছে ফিরে আসবে, এই আশায় চাদর গায়ে দিয়ে আমি সেখানে শুইয়ে পড়ি। ভোরবেলা সৈনিক সাফওয়ান বিন আল-মুত্তাল আস-সুলামি আধ-ধাকাওয়ানি যিনি সৈন্যদলের পেছনে ছিলেন, আমার জায়গায় এসে পৌঁছুলেন। আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় চিনতে পারলেন, কারণ এর আগে তিনি আমাকে বহুবার দেখেছেন, নবীজি আমাদের জন্য বোরকা

বাধ্যতামূলক করার আগে। সাফওয়ান চিৎকার দিয়ে বললেন, "হায় সর্বনাশ! নবীজির স্ত্রীকে ফেলে সবাই চলে গেলো।" তার চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে আমি উঠে বসি। আল্লাহর কসম, আমরা একে অন্যের সাথে কোনো কথা বলি নাই। তিনি তার উটটিকে আমার সামনে নত করে দেন। আমি তার উটের ওপর আরোহণ করি। প্রায় মধ্যাহ্নের সময় আমরা আমাদের মূলদলের কাছাকাছি পৌঁছাতে সক্ষম হই। মূল দলের কেউ জানতে পারেনি, বুঝতে পারেনি আমি যাত্রার অর্ধেক সময় তাদের সাথে ছিলাম না। মদিনায় পৌঁছে আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। পুরো একমাস বিছানায় পড়ে থাকি। আমি লক্ষ্য করলাম এই একমাসের মধ্যে নবীজি আমাকে দেখতেও আসেন না, আমার সাথে কথাও বলেন না। আমার সন্দেহ হলো বিষয়টা কি? অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি মায়ের কাছে চলে যাই। এক রাতে মিসতাহ্র (বদরেরযুদ্ধে নবীজির এক সৈনিক) মায়ের সাথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে আসার পথে মিসতাহ্র মা হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে যান; চিৎকার করে বললেন, 'মিসতাহ তোর ধ্বংস হউক!' আমি বললাম, 'তুমি এ কেমন মা, নিজের সন্তানকে অভিশাপ দিচ্ছো।' তিনি বললেন, 'আয়েশা তুমি কি শুনো নাই, মিসতাহ অন্যান্যদের সাথে তোমার নামে কেমন কেলেঙ্কারি রটাচ্ছে?' মিসতাহর মায়ের কাছ থেকে বিস্তারিত শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। দৌঁড়ে মায়ের ঘরে গিয়ে সারারাত কাঁদলাম। ভোরে উঠে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম, কেলেঙ্ককারি রটনায় অগ্রণী ভূমিকায় আছেন আমার সতীন জয়নাবের বোন (নবী মুহাম্মদের শালিকা) হামনাহ্ বিনতে জাহাশ, নবীর অফিসিয়াল কবি হাসান বিন থাবিত, বদর যুদ্ধের সৈনিক (আয়েশার চাচা) সাহাবি হজরত মিসতাহ বিন হাসাসা ও আব্দুল্লাহ বিন উবে।" (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৫, বুক ৫৯, নম্বর ৪৬২)।

ঘটনাটি একই রকম বর্ণনা করা হয়েছে এই উপমহাদেশের ইসলামি আন্দোলনের নেতা, কোরানের তফসিরকারক সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মৌদুদির 'তাফহীমুল কোরআন' (উর্দু সংস্করণ)।[৮] তৃতীয় খণ্ডের ৩১২ পৃষ্ঠায় মাওলানা মৌদুদি উল্লেখ করেছেন :

> "অন্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, যখন সাফওয়ান আয়েশাকে নিয়ে ভোর বেলা কাফেলার সামনে এসে পৌঁছুলেন, আব্দুল্লাহ বিন উবেহ্ উচ্চকণ্ঠে চিৎকার দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম এই মহিলা আর সতী হতে পারেন না, দেখো নবীর স্ত্রীর অবস্থা, সারারাত সাফওয়ানের সাথে কাটিয়ে কেমন বেপর্দা হয়ে তার সাথে ফিরে এসেছেন।"

এ ঘটনায় নবীজি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। একমাস অতিবাহিত হয় আয়েশার সাথে দেখা নেই, কথা নেই। আয়েশা নিজেই এসে নবীকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করেন না? মুহাম্মদ (দঃ) বললেন, তুমি দোষী হলে শাস্তি পাবে অন্যথায় আল্লাহই তোমাকে মুক্ত করবেন। আয়েশা বললেন, ঠিক আছে আমার অপেক্ষা করাই ভাল। ইতোমধ্যে মুহাম্মদ (দঃ) এ ব্যাপারে হজরত আলি (রাঃ), আবু বকর (রাঃ) ও উসমা বিন জায়েদসহ একান্ত কিছু বিশ্বস্ত লোকের কাছে পরামর্শ চাইলেন। প্রায় সকলেই বললেন যে, তারা আয়েশাকে চরিত্রহীনা মনে করেন না, এ নিয়ে আলাপ-আলোচনার দরকার নেই, এখানেই বিষয়টির সমাপ্তি হওয়া ভাল। হজরত আলি (রাঃ) ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, নবীজি আপনি এই অসতী নারীকে এখনই তালাক দিয়ে দিন। নবীজি আলির কথা অবজ্ঞা করে পরের দিন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে 'সুরা নুর' আবৃত্তি করলেন : "ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকে বিয়ে করে, আর ব্যভিচারিণী নারী কেবল ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষকে বিয়ে করে, আর এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। যারা সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান।" (সুরা ২৪, নুর, আয়াত ৩-৪)

এরপর আর কখনো কোনো অভিযানে আয়েশাকে একা সঙ্গে নেননি। তবে গুজব ছড়ানোকারীদের মধ্যে ভাড়াটে কবি হাসান বিন থাবিতসহ কয়েকজনকে চাবুক মারা হয় কিন্তু আব্দুলাহ ইবনে উবেহ্কে পদমর্যাদার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। (দ্রষ্টব্য : ফাউন্ডেশন অব ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৩৪)। আয়েশা ব্যভিচারিণী ছিলেন কী-না তা প্রমাণ করা আমাদের এই আলোচনার বিষয় নয়, তবে প্রশ্ন অবশ্যই থেকে যায় : (১) অপবাদ রটনায় যারা জড়িত ছিলেন, একমাত্র আব্দুল্লাহ বিন উবেহ্ ছাড়া বাকি সকলই তো ছিলেন আয়েশা ও মুহাম্মদেরই আপনজন এবং সাহাবি; (২) আয়েশার জবানবন্দি হজরত আলি (রাঃ) না হয় বিশ্বাস করলেন না, স্বয়ং নবীজি কি আয়েশাকে বিশ্বাস করেছিলেন? (৩) জয়নাব ও মারিয়া কিবতিয়ার সাথে বিয়ের পয়গাম নিয়ে আল্লাহর ওহি আসতে এক ঘণ্টা সময় লাগে না, সেখানে নবীজির কথিত প্রিয় স্ত্রী আয়েশার ওপর এমন বিপদে ওহি আসতে ১ মাস লেগে যায় কেন?; 'গুপ্তচর মারফত নবীজি 'খবর' জেনে নিতে পারলে আল্লাহ তৎক্ষণাৎ জেনে যান আর নবীজি না জানলে আল্লাহও জানতে পারেন না।' এটাই তো আসল রহস্য! (৪) আর চারজন লোক সাক্ষী রেখে কেউ কি কোনোদিন ব্যভিচারী কাজ করে; যেখানে নবীপত্নীর মতো অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তির সাথে চাকরকে জড়িয়ে 'স্ক্যান্ডাল'?

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ১৮ বছরের প্রিয়তমা পত্নী আয়েশার বুকে মাথা রেখে নবী মৃত্যুবরণ করেন। বিধবা মুসলিম নারীদের জন্যে পুনঃবিবাহ বৈধ হলেও মৃত্যুর আগে নবীজি তাঁর পত্নীগণের জন্যে পুনঃবিবাহ নিষিদ্ধ করে গেলেন : ৩৩ নং সুরা আহজাবের ৫৩ নং

[৮] S.A. Mawdudi, *Tafhimul Quran*, part-3, Tarjuman-ul-Quran Publisher, page 312.

আয়াত দিয়ে। ইবনে সা'দ এ ব্যাপারে জানিয়েছেন, আবু বকরের চাচাতো ভাই তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ একবার বলেছিলেন, প্রফেট মারা গেলে তিনি আয়েশাকে বিয়ে করবেন, প্রফেট মুহাম্মদ এ কথা শুনার কিছুদিন পরেই তাঁর সুন্দরী পত্নীদের 'মোমেনগণের মাতা' হিসেবে ঘোষণা করে কোরানের আয়াত (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৬) নিয়ে আসেন এবং পত্নীগণের জন্য পুনঃবিবাহ নিষিদ্ধ করে দেন। নবীজি নিজের খেয়ালখুশি মতো ভাতিজী আয়শাকে নিজের স্ত্রী বানাতে পারেন, আবার তালহার শালী আয়েশাকে তালহার মা বানাতে পারেন, একজন নবী হিসেবে এটা খুবই সহজ ব্যাপার! মাত্র ১৮ বৎসরের যুবতী আয়েশা আর কোনোদিন বিয়ে করতে পারবেন না, কারো মা হতে পারবেন না। এ সুন্দর পৃথিবী তাঁর কাছে বড়ই কুৎসিত মনে হলো। এই অল্প বয়সে আয়েশা প্রত্যক্ষ করেছেন, মিথ্যে ভালোবাসার প্রতারণা, এক ডজনেরও অধিক নবীপত্নীর অপমান-অপবাদ, নোংরা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বার্থপর সমাজের লাঞ্ছনা, অন্যায় অবিচার। সমাজের প্রতি পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ধীরে ধীরে আয়েশাকে বিদ্রোহী করে তোলে। ১৪ বৎসর পর হজরত আলির (রাঃ) খেলাফত অস্বীকার করে আয়েশা সকল আবরণ-অবরোধ-বন্ধন ছিন্ন করে, মুহম্মদের (দঃ) সকল বাধা-নিষেধ অগ্রাজ্য করে তলোয়ার হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন বিদ্রোহী মুসলমান খলিফা হজরত উসমানকে (রাঃ) হত্যা করে। এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আয়েশা (রাঃ) মুহম্মদের (দঃ) উত্তরাধিকারী হজরত আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইসলামের ইতিহাসে তা 'জঙ্গে জামাল' নামে অভিহিত। ইরাকের বসেরায় হজরত আলির (রাঃ) সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে আয়েশা পরাজয় বরণ করেন। হজরত আলি (রাঃ) আয়েশাকে বন্দী করে মদিনায় নিয়ে যান। ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে ৬৪ বছর বয়সে বিবি আয়েশা (রাঃ) জীবনের সব চাওয়া-পাওয়াকে বিসর্জন দিয়ে রিক্ত-নিঃস্ব অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

অতিরিক্ত গ্রন্থপঞ্জি :

(১) Saifur Rahman Mubarakpuri, Memoris of the Noble Prophet (Pbuh), the internet version of English translation can be read at : http://web.youngmuslims.ca/online_library/books/the_sealed_nectar/index.htm
(২) P. De Lacy Johnstone, Muhammad and His Power, Kessinger Publishing, New york, 1901, page 35-36.
(৩) M. R. M. Abdur Raheem, Muhammad the Prophet, Pustaka Nasional Pte Ltd, 1988.
(৪) Abu Abd Allah Muhammad Ibn Sa'd, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, (translated in English by S. Moinul Haq), Vol 1 & 2, Kitab Bhavan, India.
(৫) Saiyid Safdar Hosain, The Early History of Islam, Volume 1 & 2, Low Price Publications, Delhi, (First Published 1933), Reprinted 2006.

চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য